হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর
মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আলোর আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ
জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সুফিবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ৩, ২০১৬ ॥ ১৯ কার্তিক ১৪২৩ ॥ ৩ সফর ১৪৩৮ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

কোরআন-হাদিস মতে ছদগা মান্নতের বিধান

আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

যমযম কূপ বিলুপ্ত হওয়ার পর দয়াল নবীজির দাদা, খাজা আবদুল মোত্তালিব যমযম কূপ আবিষ্কার করার জন্য স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হলেন। একই স্বপ্ন বারবার দেখার পর আল্লাহতায়ালা জানিয়ে দিলেন– 'প্রভাতে এক স্থানে পীপিলিকার বাসা দেখিতে পাইবে এবং কাক ঠোঁট দ্বারা মাটি খুঁড়িতেছে'। খাজা আবদুল মোত্তালিব সেই জায়গায় এসে বাস্তবে দেখতে পেলেন, এবং পুত্র হারেসকে সঙ্গে নিয়ে মাটি খনন করতে লাগলেন। এই স্থানে অল্পকিছু মাটি খননের পরেই কূপের মুখ বের হলো।

খাজা আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর নামের ধ্বনি দিয়ে কূপের ভিতর থেকে দুটি স্বর্ণের হরিণ, তরবারি ও লৌহবর্ম উত্তোলন করলেন। এসব মালামাল নিয়ে কোরাইশদের অন্যান্য গোত্রের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হলো। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে আবদুল মোত্তালিব লটারীর প্রস্তাব করায় সবাই রাজি হলো। লটারী শুরু হলো। লটারীতে স্বর্ণ-হরিণ দুটি কাবা গৃহের নামে উঠল এবং অস্ত্রসমূহ আবদুল মোত্তালিবের নামে উঠল। কোরাইশগণ ফাঁকা গেল। এইসব ঘটনার পর নিজে স্বনির্ভর হওয়ার জন্য, আবদুল মোত্তালিব আল্লাহর দরবারে দশটি পুত্র সন্তান লাভের আশায় মান্নত করলেন যে, আমার দশটি পুত্র সন্তান হলে একটি সন্তান আল্লাহর নামে কোরবানী করবো। আল্লাহতায়ালা তাঁর মান্নত কবুল করে দশটি পুত্র সন্তান দান করলেন।

আল্লাহতায়ালার কুদরতে খাজা আবদুল মোত্তালিব একে একে দশটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র হলেন খাজা আবদুল্লাহ। খাজা আবদুল মোত্তালিবের বয়স হওয়ার পর মান্নত পূরণ করা জরুরী হয়ে পড়ল। একদিন তিনি তার সব পুত্রকে ডেকে মান্নত আদায়ের বিষয় জ্ঞাত করলেন এবং একজনকে কোরবানীর জন্য নির্ধারিত করার উদ্দেশ্যে লটারী করলেন। লটারীতে খাজা আব্দুল্লাহর নাম উঠল। পিতা-পুত্র উভয়ে মান্নত পূরণের জন্যে প্রস্তুত হলেন। আবদুল মোত্তালিব এক হাতে ছুরি, অপর হাতে আবদুল্লাহকে নিয়ে কোরবানীর স্থানের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। সে কালে মদিনায় একজন বিশিষ্ট ঠাকুরানী ছিল। আবদুল মোত্তালিব কতিপয় লোকসহ ঠাকুরানীর কাছে কোরবানীর বিষয় জানালে, তিনি পরে আসতে বললেন। সে যুগের প্রথা অনুযায়ী একজন মানুষের জীবনের বিনিময় ছিল দশটি উট। অতএব, ঠাকুরানী ফয়সালা করলেন দশটি উট এবং আবদুল্লাহ উভয়ের মধ্যে লটারী হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত খাজা আবদুল্লাহর নাম পরিবর্তন হয়ে উটের নাম না আসবে। ততক্ষণ পর্যন্ত উটের সংখ্যা বাড়াতে থাকবে। লটারীতে উটের সংখ্যা বাড়তে থাকলে যখন একশ উট পূর্ণ হলো, তখন খাজা আবদুল্লাহর নাম না এসে একশ উটের নাম উঠল। তখন একশ উট কোরবানী করে দিলেন এবং খাজা আবদুল্লাহ বেঁচে গেলেন। এখানে প্রকাশ থাকে যে, মান্নতের কারণেই খাজা আবদুল্লাহকে আল্লাহতায়ালা বাঁচিয়ে দিলেন।

উল্লিখিত ঘটনায় প্রমাণিত হলো যে, কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী অলি-আল্লাহদের দরবারে, আল্লাহর রাস্তায় কোনো কিছুর নিয়তে মান্নত করা বিলকুল জায়েজ।

মান্নত করে জাহাজের যাত্রীদের জীবন বাঁচল

একদিন এক বৃদ্ধা এসে হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে নালিশ করলেন, হে আল্লাহর বাজার থেকে আমি কিছু আটা নিয়ে আসার পথে হঠাৎ বাতাস আমার আটাগুলো উড়িয়ে নিয়ে যায়। এখন আমি খালি হাতে বাড়ি গিয়ে মেহমান ও ছেলে-মেয়েদের কী খাওয়াবো? অতএব, আপনি বাতাসের এই অপরাধের বিচার করুন। দাউদ নবী (আঃ) বললেন– মা, বাতাসের বিচার কীভাবে করবো? বাতাস আমার অধীনে নয়। অতএব, তার পরিবর্তে কিছু আটা দিচ্ছি, তুমি আটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। বুড়ি মা আটা নিয়ে যখন বাড়িতে রওনা দিলেন। পথের মধ্যে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, হে বুড়ি খলিফার কাছে ভিক্ষা নিতে এসেছিলে? বৃদ্ধা বলল– না বাবা, আমি এসেছিলাম বাতাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার উদ্দেশ্যে। হযরত সোলায়মান (আঃ) বিস্তারিত শুনে বললেন, 'তুমি খলিফার নিকটে পুনরায় যাও, এবং বল আমি আপনার নিকট এসেছি বিচার প্রার্থী হয়ে, ভিক্ষা নিতে আসি নি।' বৃদ্ধা পুনরায় দাউদ (আঃ)-এর নিকট গিয়ে আটা ফেরত দিলেন এবং অভিযোগ পেশ করলেন। তখন দাউদ (আঃ) বুড়িকে রাজি করিয়ে দশ মণ আটা দিলেন। বুড়ি মা আটার বস্তা বহনকারীদের নিয়ে যখন পূর্বের স্থানে পৌছলেন, তখন সোলায়মান (আঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন– 'কী হে বৃদ্ধা! তোমার অভিযোগের বিচার পেয়েছ, না ভিক্ষা বাড়িয়ে নিয়েছ?' বৃদ্ধা খলিফার ব্যবহারের কথা বলল। তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন– 'তুমি আরও অনেক কিছু পাবে। এর জন্য তুমি পুনরায় খলিফার নিকট গিয়ে বাতাসের বিচারের প্রার্থী হও। ভিক্ষা নিয়ে বিদায় হইও না।' বৃদ্ধা দেখল খলিফার নিকট গেলেই তার সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অতএব, শাহজাদার মতো এক বিরাট ব্যক্তিত্বের কথায় সে আবার যাবে। তাতে তার ভয়ের কোন কারণ নেই। খলিফা রাগ করলেই সে শাহজাদা সালায়মান (আঃ) এর কথা বলে দিবে। এই সমস্ত চিন্তা করে বৃদ্ধা পুনরায় খলিফার নিকটে গিয়ে বললেন, 'হুজুর অভিযোগের বিচার না করে ভিক্ষা বাড়িয়ে দিলেন। এতে আপনি কেয়ামতের দিন নিজেকে ন্যায় বিচারক বলে দাবি করতে পারবেন না। আমি সেদিন কিন্তু বলব খলিফা আমার অভিযোগের বিচার করেন নাই।' খলিফা বৃদ্ধার কথা শুনে বললেন, 'তোমাকে এই সমস্ত কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? বৃদ্ধা বললেন– 'শাহজাদা সোলায়মান (আঃ) আমাকে সব কিছু বলে দিয়েছেন।' তখন হযরত দাউদ (আঃ) শাহজাদা সোলায়মানকে দরবারে ডাকলেন। হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সোলায়মান (আঃ) কে বললেন– 'তুমি বারবার বৃদ্ধাকে আমার কাছে পাঠিয়ে আমাকে হয়রান করে তুলছ কেন? বাতাস কি আমার অধীন যে, আমি তাকে এনে বৃদ্ধার সামনে বিচার করব ? এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার। অতএব, এ বিষয়ে বৃদ্ধাকে তুমি বারবার কেন পাঠাচ্ছো? হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহর কাছে বাতাস হাজির করার জন্য দোয়া করার কথা বললেন। হযরত দাউদ (আঃ) সোলায়মান (আঃ) কে সঙ্গে নিয়ে হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আকৃতি নিয়ে হাজির হয়ে গেল! তখন দাউদ (আঃ) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ বৃদ্ধার আটা কেন উড়িয়ে নিয়েছ? বাতাস উত্তর দিল, হে আল্লাহর খলিফা, বৃদ্ধা যখন আটা নিয়ে বাসায় ফিরছিল, তখন গভীর সমুদ্রে একটি জাহাজের তলদেশ ছিদ্র হয়ে যাত্রী ও বহু মূল্যবান মালামালসহ তলিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় যাত্রীরা মান্নত করে, যদি তাদের জাহাজ বিপদ থেকে রক্ষা পায়, তাহলে তারা জাহাজের সব মালামাল গরিব দু:খীদের দান করে দিবে। আল্লাহ দোয়া কবুল করেন এবং জাহাজ উদ্ধারের জন্যে আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন। আমি তখন বৃদ্ধার আটা উড়িয়ে নিয়ে সে জাহাজের তলদেশের ছিদ্র বন্ধ করে দিই। ফলে জাহাজ ও যাত্রীরা মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়। হযরত দাউদ (আঃ) বাতাসকে জিজ্ঞেস করলেন, জাহাজটি এখন কোথায়? বাতাস উত্তর দিলো, এইমাত্র এই শহরের প্রান্তে সমুদ্র-তীরে নোঙর করেছে। দাউদ (আঃ) বললেন– 'তুমি তাহলে যেতে পার, আমি জাহাজের খবর নিচ্ছি।' দাউদ (আঃ) জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের ডাকলেন, তারা উপস্থিত হলেন। তাদের উদ্দেশে দাউদ (আঃ) বললেন– 'তোমরা জাহাজের মালামাল গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করার অঙ্গিকার করেছ। তাই বৃদ্ধাকে মালামালের অর্ধেক দিয়া দিবে। বাকি অর্ধেক গরিব দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করবে। জাহাজের নাবিক ও যাত্রীরা খলিফার আদেশ শিরোধার্য করে নিল। বৃদ্ধাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে গেল এবং জাহাজের সমুদয় মালামাল খালাশ করে, সঠিকভাবে বন্টণ করে অর্ধেক বৃদ্ধাকে দিয়ে দিল। বাকি অর্ধেক গরিব দুঃখীদের দান করল। এই ঘটনা থেকে জানা গেল, জাহাজের যাত্রীরা এই মহা বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মান্নত করল এবং জীবন রক্ষা পেল। পবিত্র কোরআন থেকে এই ঘটনা জানা গেল।

কোরআনের এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণ হলো যে, মান্নতের উছিলায় আল্লাহতায়ালা মানুষের বিপদমুক্ত করেন, হায়াৎ বৃদ্ধি করেন, বালা-মুছিবত দূর করেন, রিজিক বৃদ্ধি করেন, মান-সম্মান বাড়ান। কাজেই হে সম্মানিত পাঠকগণ, আপনারা গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যে, কোরআন-হাদিস মতে সদকা বা মান্নত বিলকুল জায়েজ আছে। তাই দেখা যায় যে, কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে মানুষ আল্লাহর রাস্তায় ছদকা বা মান্নত হিসেবে উট, দুম্বা, মহিষ, ভেড়া, বকরি, মুরগি, চাউল, ডাউল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি দান করেন। এ সমস্ত মান্নত যখন আল্লাহ-তায়ালা কবুল করেন, তখন মানুষ এই ছদকা-মান্নত কামেল পীর-মুর্শিদের দরবারে নিয়ে হাজির হন। এবং ছদকা মান্নতগুলো কামেল পীর-মুর্শিদগণ মানবের সেবায় বিতরণ করেন।

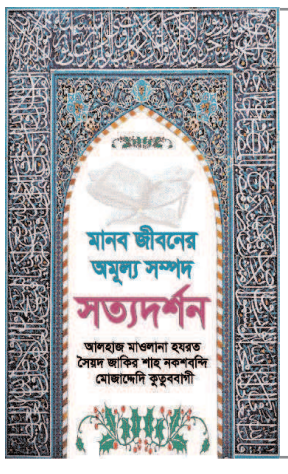

খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের লেখা সূফীবাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ বইটি পাওয়া যাচ্ছে কুতুববাগ দরবার শরীফের লাইব্রেরীতে আপনার কপি সংগ্রহ করুন। ডাকযোগে পেতে যোগাযোগা করুন–
৩৪ ইন্দিরা রোড,
ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৮
০১৭২৩৪৮২২৯৪

মান্নত-ছদকা প্রমাণিত হওয়ার বিষয়ে কোরআনের দলিল

হযরত জাকারিয়া (আঃ) এর জবানের কথা, যখন তিনি আল্লাহতায়ালার নবী হিসেবে বাইতুল মোকাদ্দাসের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা-যত্নের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। তখন বনী ইসরাইলের হেনা নামে একজন নেককার ও ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন, তাঁর স্বামীর নাম ছিল ইমরান। কথিত আছে, হেনার এক বোনকে হযরত জাকারিয়া (আঃ) বিবাহ করেছিলেন, সে সূত্রে হেনা হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর শ্যালিকা। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে মান্নত করেন।

সূরা-আল ইমরান, আয়াত-৩৫

ইয-ক্বা-লাতিম রাআতু ইমরা-না, রাব্বি ইন্নী নাযারতু লাকা মা-ফী বাত্বনী মুহাররারান ফাতাক্বাব্বাল মিন্নী, ইন্নাকা আনতাস সামী'উল আলীম

অর্থ, ইমরানের স্ত্রী বললেন, তাঁর গর্ভে যে সন্তান আছে, সে ভূমিষ্ঠ হলে তাকে বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে উৎসর্গ করবেন। সুতরাং আমার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

যাঁদেরকে এভাবে মান্নত করা হত, তাঁরা সারাজীবন বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবায় ও ইবাদাত বন্দেগীর মাধ্যমে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করতেন। এ ধরনের নিয়মের কারণে বাইতুল মোকাদ্দাসের খাদেম ও সেবকের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাদির জন্য মুসলমানগণ উদারহস্তে দান করত।

(এরপর পৃষ্ঠা ২)

স ম্পা দ কী য় ক লা ম

অলি-আল্লাহগণ যুগে যুগে আল্লাহ এবং রাসুলদের সত্য পথেরই অনুসরণ করে আসছেন। যে কারণে শত শত বছর ধরে আধ্যাত্ম সাধরান মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রাণ মানুষ মহান স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের লক্ষ্যে অলি-আল্লাহগণের অনুসৃত পথই অনুসরণ করেন। বিশ্বে যত ধর্ম আছে সব ধর্মেই একটি বিষয় কমন– তা হলেঅ, নিজেকে চেনার সাধনা। আর ফকির লালন সাঁই বলেছেন, ও যার আপন খবর আপনার হয় না... ওরে আপনারে চিনতে পারলে যাবে অচেনারে চেনা...। হাদিস শরীফে বর্ণিত আখেরি নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) এর বাণী হচ্ছে, মান আরাফা নাফসাহু ফাক্বাদ আরাফা রাব্বা-হু'। অর্থাৎ, যে নিজেকে চিনেছে সে চিনেছে তার রবকে' এই যে নিজেকে চেনা এবয় স্রষ্টাকে চেনার সাধনা, এই সাধনাই সূফীবাদের প্রধান শিক্ষা ।এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে মানবপ্রেমের মহান শিক্ষা। সূফী-সাধকগণ রাসুলে করীম (দঃ) এর মানবতাবাদী জীবানদর্শের অনুসারী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ সব মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের কল্যাণে আত্মনিবেদন করা, সমস্ত অহমিকা-অহঙ্কারের উর্ধে উঠে নিজেকে বিনয়ী করে তোলঅর মাধ্যশে পরিশুদ্ধ মানুষ হবার দীক্ষাই দিয়ে থাকেন। এই মানবিত গুণাবলীর কারণেই যুগে যুগে ইসলামের সত্যবাণী সূফী-সাধকগণ বিশ্বময় ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। রক্তপাত নয়, প্রেম এবং মমতা দিয়ে তাঁরা মানুষের মনজয় করেছেন। যুগে যুগে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সূফী-সাধকদের উদার মানবিক প্রেমময় আহ্বানে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমেবেত হয়েছেন। সূফীদের সেই প্রেমময় আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে একুশ শতকের আধ্যাত্মিক মহা-সাধক শাহসূফী খাজাবাবা আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান। যে কারণে আজ তাঁর দাওয়াত দেশ ছাড়িয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পৌঁছে যাচ্ছে, মানুষের মুখে মুখে আজ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের নাম। বিনয় ভক্তি আর মহব্বত দিয়ে মানুষের অন্তরে যে স্থায়ী আসন করে নেয়া যায়, তা খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের সঙ্গলাভ ছাড়া উপলব্ধি করা অসম্ভব বলেই মনে হয়।

সম্প্রতি খাজাবাবা উত্তর বঙ্গের কয়েকটি জেলা সফর করে ফিরেছেন। তাঁর সফরকালে সর্ব ধর্মের মানুষের যে ঢল নেমেছে, তা এক কথায় অভূতপূর্ব। ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ সাক্ষাৎ করেছেন এই পীরে-কামেলের সঙ্গে। তারা খাজাবাবার দুটি শিক্ষায় মুগ্ধ হয়েছেন। (১) 'মানব সেবাই পরম ধর্ম'। আর (২) 'সূফীবাদই শান্তির পথ। তাঁর সঙ্গে যারা দেখা করেছেন, তারা পরম ভক্তি আর বিশ্বাস নিয়েই দেখা করেছেন। কেবলাজানের অমায়িক ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন। সবাই জানেন, ভারত নিরঙ্কুশ হিন্দু ধর্মালম্বীদের দেশ। কিন্তু সেখানেও ইসলামের বাণীবাহক মহান সাধক খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে সর্বস্তরের মানুষ গ্রহণ করেছেন, তাদের আত্মা পরিশুদ্ধ করার মতো সত্যগুরু হিসেবে। ধুপগুড়িতে তিনি যখন সফর করছেন, তখন সেখানে বিশ্বকর্মার পূজোর মওসুম। ঢোল-বাদ্য বাজিয়ে, মন্দির সাজিয়ে চলছে পূজোর প্রস্তুতি। সে সময় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান মাহফিল তথা ধর্মসভা করলেন, ধুপগুড়ির প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টারে। দিনটি ছিল ভারতে সরকারী ছুটির দিন, রোববার। কিন্তু তারপরও কমিউনিটি সেন্টার উপচে পড়েছে ভক্ত আশেক জাকেরদের উপস্থিতিতে। অডিটরিয়াম ভরার পর দোতলার গ্যালারীও কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। সেই সভায় সব ধর্মের মানুষই ছিলেন মুগ্ধ শ্রোতা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, ওই দিন তারা সব রকম ঢোল-বাদ্য বাজানো থেকে বিরত ছিলেন। সভাপতি্ব করেন শহরের শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ডক্টর কৃষ্ণদেব। তিনিও মুগ্ধতার সঙ্গে বলেন, 'খাজাবাবা কুতুববাগী এসেছেন শান্তির বাণী নিয়ে আমাদের মাঝে মানবতার আলোকবর্তীকা হয়ে। তাঁকে বার বার চাই আমাদের মধ্যে।' ভারতের মানুষ তাদরে দেশে কেবলাজানকে নিয়ে বিশ্বজাকের ইজতেমা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে করেছেন। তারা খাজাবাবার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। সূফী সাধনার যে শক্তি আর ঐশ্বর্য, মানবসমাজে পরিশদ্ধ করার যে সুক্ষ্ম সাধনা, তারই অনন্য দৃষ্টান্ত ভারত সফরের ঘটনা প্রবাহে ছড়িয়ে আছে। ওই ভ্রমণ থেকে আমাদেরও অনেক কিছুই শিক্ষণীয় আছে।

কোরআন-হাদিস মতে ছদগা

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সেবকের সংখ্যা যতই বেশি হোক না কেন, তাদেরকে কোনদিন অসহায় বা অভাবে দিন কাটাতে হয় নাই।

হেনা গর্ভধারণের নয় মাস পরে একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন এবং তাঁর নাম রাখলেন 'মরিয়ম' কিন্তু মান্নতের বিষয়ে তিনি খুব নিরাশ হলেন। কারণ, ইতোপূর্বে কোন কন্যা সন্তান বাইতুল মোকাদ্দাসের সেবক হিসেবে কেউ দান করেন নাই। তাই বিষয়টি হেনার কাছে নৈরাশ্যজনক বলে বোধ হয়েছে। তার ধারণা ছিল, হয়তো কন্যা সন্তানকে আল্লাহতায়ালা সেবক হিসাবে কবুল করবেন না। এবং মসজিদের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দও এতে সম্মতি দিবেন না। এমতাবস্থায় তিনি বিষয়টি ভেবে খুবই নিরাশ হলেন এবং কেঁদে কাটাতে লাগলেন। আল্লাহতায়ালা তখন হেনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'হেনা, তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহতায়ালা ভালোভাবে জানেন। মরিয়ম পুরুষ না হলেও আল্লাহতায়ালা তাকে কবুল করেছেন এবং তার মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে নবী জাকারিয়ার নিকট দাও।

হেনা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সান্ত্বনা-বাণী পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মরিয়মকে প্রতিপালন করে বড় করে তুললেন। তারপরে একদিন মরিয়মকে এনে হযরত জাকারিয়া (আঃ) এর কাছে হাজির করে বললেন– 'হে আল্লাহর নবী, আমি মান্নত করেছিলাম আমার সন্তানকে আল্লাহর ঘরের খেদমতে দিব। দুর্ভাগ্যবশত আমি একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছি। তবুও আমার মান্নত ঠিক রাখার জন্য একে আপনার হাতে তুলে দিতে এসেছি, আপনি মেহেরবাণী করে একে কবুল করে নিন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন মসজিদের মুসল্লিগণকে ডেকে বললেন, আপনাদের মধ্যে কে আছেন যে, এ মেয়েটির ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি আছেন? মুসল্লিগণ মরিয়মের ললাটে এক জ্যোর্তিময় নূর দেখে তাঁর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে সবাই একসঙ্গে আগ্রহ প্রকাশ করল। হযরত জাকারিয়া দেখলেন, সকলেই দায়িত্ব গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করছে। এমতাবস্থায় স্বাভাবিকভাবে কারো হাতে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করার মধ্যে এক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি লটারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন।

তওরাত কিতাব লেখার কাজে যে কলম ব্যবহৃত হত, সে কলমটি এক এক করে সবার হাতে দিবার ব্যবস্থা করলেন। এ কলমটি পানি ভর্তি এক পাত্রের মধ্যে ছেড়ে দিলে যার হাতের কলম পানিতে ডুববে না, সে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব লাভ করবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে এক এক করে পরস্পর পানির পাত্রে কলম ফেলতে আরম্ভ করল। একে একে সবার হাতের কলম ডুবে গেল। যখন হযরত জাকারিয়া (আঃ) কলম পানিতে ফেললেন, তখন কলম আর পানিতে ডুবলো না, পানির উপর ভেসে থাকল। তখন সবাই হযরত জাকারিয়া (আঃ) কে মরিয়মের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি মরিয়মের জন্য বাইতুল মোকাদ্দাসের একপাশে একটি হুজরা বা কক্ষ নির্ধারণ করে দিলেন। মরিয়ম সেখানে বসে এবাদত বন্দেগী করবেন এবং শুধুমাত্র জাকারিয়া (আঃ) এর বাসায় তিনি যাতায়াত করবেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ)এর স্ত্রী, মরিয়মের ললাটে অসাধারণ এক উজ্জলতা লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন, এ মেয়ে কোন সাধারণ মেয়ে নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট কোন এক মহান ব্যক্তিত্ব লুকিয়ে আছে তাঁর মধ্যে, ভবিষ্যতে এর সন্তানদের মধ্যে হয়ত কাউকে আল্লাহতায়ালা মহা মানবের মর্যাদা দান করবেন।

তাই তিনি মরিয়মকে যথেষ্ট আদর করতেন এবং প্রাণপণ সেবা-যত্ন করতেন। প্রথম জীবনে মরিয়ম অধিকাংশ সময় খালার নিকট কাটাতেন। পরবর্তীতে অধিকাংশ সময় মসজিদে তাঁর নির্দিষ্ট হুজরা বা কক্ষে ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) বাহির থেকে কক্ষের তালা বন্ধ করে রাখতেন। একদিন হযরত জাকারিয়া (আঃ) মরিয়মকে তালাবদ্ধ রেখে, অন্য জায়গায় এসে এমন সমস্যায় পতিত হলেন যে, চারদিন আর হুজরায় যেতে পারেন নাই। তিনি এক রকম ভুলেই গিয়েছিলেন। চারদিন পর হঠাৎ যখন মরিয়মের কথা তার মনে পড়ল, তখন তিনি আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। চারদিন যাবৎ তিনি মরিয়মের খানা-পিনা বা কোন খোঁজ খবর নিতে পারেন নাই, এর মধ্যে তাঁর অদৃষ্টে না জানি কী দুর্দশা ঘটে গেছে। এই চিন্তায় তিনি পাগলের মতো দৌঁড়ে এসে কক্ষের তালা খুলে দেখলেন মরিয়ম নামাজে দন্ডায়মান। তার চারপাশে নানা রকম ফলমূল ও খাদ্যের সমারোহ। তখন তিনি পাঠ করলেন– 'আলহামদুলিল্লাহ'।

মরিয়ম নামাজ শেষ করে খালুজানকে সালাম দিলেন। হযরত জাকারিয়া (আঃ) দুঃখিত ও লজ্জিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন– 'মা, তুমি এ কয়দিন কেমন ছিলে? আমি এক মহা বিপদের মধ্যে পড়ে তোমার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। যার ফলে চারদিন তোমার খবর নিতে পারি নাই। তুমি এজন্য আমাকে ক্ষমা করো।' হযরত মরিয়ম বললেন– 'খালুজান, আপনি কী বলছেন, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না? আপনি ভোরবেলা এসব খাদ্য আমাকে দিয়ে গেলেন। এখন দুপুর না হতেই আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আমি এ কয়েকদিন কেমন ছিলাম! কয়েকদিন আপনি কোথায় গেলেন? আপনি তো দৈনিক দুবার আমার খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং আমার খাদ্য এখানে পৌঁছে দিচ্ছেন। তবে গত দিনে খাদ্য সম্ভার ছিল একটু ব্যতিক্রম। এতো রকমারী খাদ্য আপনি আর কোনদিন নিয়ে আসেন নাই। যার দশ ভাগের এক ভাগও আমি সারাদিন খেতে পারি নাই। এখন আপনার কথার প্রকৃত অর্থ আমার বোধগম্য হচ্ছে না।

হযরত জাকারিয়া (আঃ) তখন আল্লাহতায়ালার কুদরতী লীলার নিদর্শন উপলব্ধি করলেন এবং বললেন– 'মা, তুমি যা বলেছ সবই সত্য, কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহতায়ালার এক রহস্যময় কীর্তি ও নিদর্শনের বিকাশ ঘটেছে। আমি চারদিন আগে তোমাকে তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে যাওয়ার পরে, এক বিপদ-সঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। যে কারণে তোমার কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাই। চারদিন পর যখন স্মরণ হয়, পাগলের মতো এখানে ছুটে এসে দেখি, তোমার সামনে বিভিন্ন খাবার সজ্জিত এবং তুমি নামাজে দন্ডায়মান, এ অবস্থা দেখে আমি কিছুটা শান্ত হই। আরও অবাক হই বিগত চারদিন যাবত আমি তোমার খবর নিতে পারি নাই। আল্লাহতায়ালা তোমাকে তা আদৌ আঁচ করতে দেন নাই। তিনি ফেরেশতাদেরকে দিয়ে তোমার খোঁজ খবর নিয়েছেন। এটা ছিল আল্লাহতায়ালার এক অপূর্ব রহমতের নিদর্শন। মা, তুমি নিয়মিত আল্লাহতায়ালার বন্দেগী করে যাও। তোমার অদৃষ্টে আল্লাহতায়ালা হয়তো আরো অনেক নিয়ামত রেখেছেন, যা তুমি পর্যায়ক্রমে লাভ করতে সক্ষম হবে।' পরবর্তীতে দেখা গেল, আল্লাহপাকের অপার মহিমায় সেই হুজরাতে মরিয়মের গর্ভে হযরত ঈশা (আঃ) আসলেন।

হয়তো কন্যা সন্তানকে আল্লাহতায়ালা সেবক হিসাবে কবুল করবেন না। এবং মসজিদের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দও এতে সম্মতি দিবেন না। এমতাবস্থায় তিনি বিষয়টি ভেবে খুবই নিরাশ হলেন এবং কেঁদে কাটাতে লাগলেন। আল্লাহতায়ালা তখন হেনাকে উদ্দেশ্য করে বললেন– 'হেনা, তুমি যা প্রসব করেছ, তা আল্লাহতায়ালা ভালোভাবে জানেন। মরিয়ম পুরুষ না হলেও আল্লাহতায়ালা তাকে কবুল করেছেন এবং তার মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাকে নবী জাকারিয়ার নিকট দাও। হেনা আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সান্ত্বনা-বাণী পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। অতঃপর সাত বছর পর্যন্ত মরিয়মকে প্রতিপালন করে বড় করে তুললেন।

পীরের কথা মুরিদের জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বসরী (রঃ) এর বয়ানের মর্ম-ভেদ বুঝে, তা ধারণ করবার মতো যোগ্য পাত্রের অভাব ছিল। যে কারণে হযরত হাসান বসরী (রঃ) তাঁর মূল্যবান বয়ান থেকে বিরত থেকেছেন। মজলিশে উপস্থিত বুযুর্গগণ হয়তো শরিয়তের আলেম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেরই এলমে মারেফতের গভীর জ্ঞান ছিল না। আর মারেফতের আলোচনা সব পাত্রে ধরে না। তবে আল্লাহ তত্বের এ জ্ঞান অর্জন করতে হলে, অবশ্যই আপন আপন কামেল পীরের খাঁটি শিষ্য হতে হবে। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) আত্মিক প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহপ্রেমী একজন খাঁটি আশেক হতে পেরেছিলেন। মাশুকের মন জয় করেছেন বলেই তার জ্ঞানের ভাণ্ড হয়েছে পরিপূর্ণ! এ সবই মুর্শিদের শিক্ষা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর জীবনের অন্য এক ঘটনায় আছে, বাল্যকালে তিনি একটি পাপ করেছিলেন। আর তাই তিনি যখন কোন নতুন জামা তৈরি করাতেন, তখন সেই পাপকে স্মরণে রাখার জন্য জামার বুকের অংশে সেই পাপ কাজের বর্ণনাটি লিখিয়ে নিতেন। যখন সে লেখার ওপর দৃষ্টি পড়তো, তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেহুশঁ হয়ে পড়তেন। একবার খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) হযরত হাসান বসরী (রঃ)কে চিঠি লিখলেন, 'আমাকে এমন কিছু নসিহত দান করুন, যা আমি সর্বদা স্মরণ রাখতে পারি এবং তার ওপর আমল করতে পারি। উত্তরে হযরত হাসান বসরী (রঃ) লিখে পাঠালেন, 'তুমি যদি বিশ্বাস কর যে, আল্লাহতায়ালা তোমার সঙ্গে আছেন, তাহলে আর কিসের ভয়? আর যদি মনে কর আল্লাহ তোমার সঙ্গে নাই, তবে তুমি কার নিকট থেকে রহমতের আশা করবে?' সে যুগে খলিফা আবদুল আযীয (রঃ) একজন বাদশা হয়েও আল্লাহর ফকির হযরত হাসান বসরী (রঃ) এর কাছে উপদেশ চাইলেন এবং হযরত হাসান বসরী (রঃ) কালবিলম্ব না করে চিঠির মাধ্যমে উপদেশ পাঠিয়ে দিলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমি হাজী জয়নাল আবেদীন কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে দেখতে পেলাম, সে যুগের মত এ যুগের দেশ-প্রধানরাও খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দোয়া নিতে দরবার শরীফে আসেন। যেমন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত এ এইচ এম এরশাদ সাহেব ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীসহ দেশ- বিদেশের অনেক নীতি-নির্ধারকরা দোয়া নিতে আসছেন বাবাজানের কাছে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে এ কথা বলতে পারি সে যুগের হাসান বসরী, এ যুগের খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান একই পথের পথিক। স্রষ্টার সাধনায় সমান নিমগ্ন। জ্ঞানে ভরপুর। পরিশেষে আর একটি কথা বলি, হযরত হাসান বসরী (রঃ)এর মত সূফীবাদের জগৎবিখ্যাত সাধকেরা শুধুমাত্র একটি গুনাহের জন্যে রাত-দিন কাঁদতে পারেন। আর সেখানে আমরা ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কত গুনাহ করছি, সে গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে কয়দিন কেঁদেছি? তাই বাবাজান বলে থাকেন, 'বাবারা আপনারা সকাল-সন্ধ্যায় কিছু সময়ের জন্য হলেও মোরাকাবা করবেন। তাহলে আপনার আমলনামায় ষাট বছরের বে-রিয়া নফল এবাদতের সওয়াব লেখা হবে। নামাজের পাশাপাশি এ আমল করলে আল্লাহতায়ালা আমাদের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

বিশেষ বার্তা

প্রতি বৃহস্পতিবার কুতুববাগ দরবার শরীফে সাপ্তাহিক দোয়ার মাহফিল পালন করা হয়। বাদ মাগরিব থেকে আরম্ভ হওয়া এই মাহফিল রাত ১০টার দিকে ৩য় তলায় কেবলাজান হুজুর মানবজাতির উদ্দেশে নসিহত-বাণী, জাকের মুরিদদের জন্য শিক্ষা-দীক্ষা ও দোয়া করেন। যারা দরবারে রহমত পালন করতে চান তাদের নিয়ে কেবলাজান রাতের তৃতীয় ভাগে রহমতের ফয়েজ বাতান ও মোরাকাব শিক্ষা দিয়ে থাকেন। শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজ ও আল্লাহর রহমতের নাম ধরে ডাকা শেষে ফজর নামাজ আদায় করা হয়। এরপর দোয়া করে কেবলাজান সবাইকে ছুটি দেন।

প্রতি শুক্রবার কুতুববাগ দরবার শরীফের জামে মসজিদে পীর কেবলাজানের সঙ্গে অসংখ্য মুসল্লি জুমার নামাজ আদায় করেন এবং নামাজ শেষে পীর কেবলাজান মহামূল্যবান নহিত-বাণী ও সাক্ষাৎ দেন।

খাজাবাবা কুতুববাগীর অমিয় বাণী

- রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।
- কলব আল্লাহ ভেদের মহাসমুদ্র এবং এই কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়।
- আরেফ ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার দীদার ব্যতীত দুনিয়ার কোন বস্তুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না।
- নষ্টদের কোন দল নেই, এরা স্বার্থের জন্য সকল পরিচয়েই পরিচিত হতে চায়।
- সৎ লোক সাতবার বিপদে পড়লেও আবার ওঠে কিন্তু অসৎ লোক বিপদে পড়লে একবারে ধ্বংস হয়।
- সেই যথার্থ মানুষ, যে জীবনের পরির্বতন দেখেছে এবং পরিবর্তনের সাথে নিজেও পরিবর্তন হয়েছে।
- অন্যকে বারবার ক্ষমা করো কিন্তু নিজেকে কখনোই ক্ষমা করিও না।
- যৌবন যার সৎ, সুন্দর ও কর্মময়, তার বৃদ্ধ বয়সকে স্বর্ণযুগ বলা হয়।
- সময় বেশি লাগলেও ধৈর্য্য সহকারে কাজ কর তাহলেই প্রতিষ্ঠা পাবে।
- একজন অলস মানুষ, স্বভাবতই খারাপ মানুষ।
- ভালোবাসার জন্য যার পতন হয়, সে-ই বিধাতার কাছে আকাশের তারার মত উজ্জ্বল।

খাজাবাবা কুতুববাগীর ভারত সফর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নানা প্রান্তে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ বুধবার সকালে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর সত্যবাণী মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছানোর জন্য ভারতের দক্ষিণ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর জেলা সফর করেন। অতি সৌভাগ্যের বিষয়, কেবলাজানের সফরসঙ্গী হওয়ার সুযোগ মিলেছিল।

কেবলাজান যখন জলপাইগুড়ি জেলার ধুপগুড়িতে পৌছালেন, তখন হাজার হাজর হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ ছুটে আসেন, খাজাবাবাকে এক নজর দেখার জন্য। মনে হল কোন এক অলৌকিক শক্তির টানে, দূর-দূরান্ত থেকে এত মানুষ ছুটে এসেছে। তবে কেবলাজান যে ওখানে আসবেন, সে কথা আগেই কিছুটা প্রচার হয়েছিল। কিন্তু কেবলাজানকে স্বাগত জানাতেই যে, এত মানুষ সমবেত হবে, তা ভাবনারও বাইরে ছিল! আশেক-জাকের ভাইয়েরা মাহফিলের আয়োজন করেছিলেন দক্ষিণ গোসাইর হাট ঈদগাহ মাঠ-প্রাঙ্গণে। সেখানেও দেখি কেবলাজানের পবিত্র বাণী শুনতে মানুষের ঢল। চারিদিক সুনশান নিরব পরিবেশ। এত মানুষ, তবু শৃংখলার কোন কমতি ছিল না সে ধর্মসভায়। নারী-পুরুষ পর্দার সঙ্গেই উপস্থিত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন-হাদিসের আলোকে কেবলাজান একের পর এক শুনাতে থাকেন মানবপ্রেমের বাণী, ইহকাল-পরকালের জন্য করণীয় মানুষের কল্যাণের কথা। যে কথার মধ্যে দিয়ে মানুষ পেতে পারে আল্লাহকে পাওয়ার সহজ ও সরল পথের সন্ধান। মানুষে মানুষে হানাহানি, হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ভুলে গিয়ে, কী করে ভ্রাতৃত্ববোধের মাধ্যমে সুন্দর জীবন গড়তে পারবে, সেসব কথা। মাহফিল কমিটি নারী-পুরুষদের পাশাপাশি বসার ব্যবস্থা করেছিল, এটাই ছিল ঐ অঞ্চলের রীতি। কিন্তু কেবলাজান সেখানে মা-বোনদের পর্দার ভিতরে বসার ব্যবস্থা করতে বললেন। কমিটির ভাইয়েরা তা-ই করলেন। দীর্ঘ দিনের কু-সংস্কার, যা ইসলামের ভিতরে প্রবেশ করেছিল, জামানার মোজাদ্দিদ তা সংস্কার করে দিলেন। প্রতিষ্ঠিত করলেন নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন পর্দা।

১৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার মাহফিল ছিল আলতা গ্রামে। 'মানবসেবাই পরম ধর্ম' –খাজাবাবা কুতুববাগীর এ বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে আলতা গ্রামের জাকের ভাইজানেরা আয়োজন করেছিল সেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। ওই দিন বিকেলে দুস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করা হয়। সেবাদান এ অনুষ্ঠান উদ্বোধন করার কথা ছিল কেবলাজানের। কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে যেতে পারেননি, এ সময় কেবলাজান অবস্থান করছিলেন ধুপগুড়িতে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সম্মানিত সদস্য (এমএলএ) শ্রীমতি মিতালী রায়।

পরে আলতাগ্রামের আশেক-জাকের ভাইদের কেবলাজান নির্দেশ দিলেন, মিতালী রায়কে দিয়ে সেবাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করাতে। মিতালী রায় তার বক্তব্যে বলেন, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান শান্তির দূত হিসেবে আমাদের মাঝে এসেছেন। তিনি যে মহা মানব এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। খাজাবাবা কুতুববাগী জলপাইগুড়ি জেলার মাটিতে তাঁর পবিত্র পদধূলি দিয়ে, এ মাটিকে পবিত্র করেছেন। আমরা যেন সকলেই এক বাক্যে তাঁর সকল আদেশ পালন করি। প্রকৃত মানুষ হতে গেলে প্রত্যেক মানুষের কোন না কোন সিদ্ধ দীক্ষাগুরু প্রয়োজন।' এরপর শ্রীমতি মিতালী রায় কেবলাজানের সাক্ষাতে ছুটে আসেন ধুপগুড়ি লজ্-এ। প্রথমেই আসসালামু আলাইকুম বলে কেবলাজানের হুজরায় প্রবেশ করলেন। কেবলাজানকে দেখামাত্র তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। বলেন– 'আপনি যে এখানে আসবেন আমি জানতাম না। লোকমুখে শুনেছি আপনার কথা। আমার সাত জনমের ভাগ্য যে, আপনার মত এক মহা মানবের দেখা পেলাম। আপনার বাণী আমি সকলের কাছে প্রচার করবো। আপনি শুধু আমাকে আর্শিবাদ করবেন।' কেবলাজান মিতালী রায়কে জিজ্ঞেস করলেন– 'মা, তুমি আমার কাছে কী আর্শিবাদ চাও? তিনি বললেন– 'বাবা, আমি অত্র এলাকার বিধায়ক (এমএলএ)। আমার পার্টি বর্তমানে ক্ষমতায়। সরকার আমাকে অনেক ক্ষমতাও দিয়েছেন। আপনি শুধু আমার জন্য আর্শিবাদ করেন, যেন এই ক্ষমতার বলে আমার মনে কোন অহংকার প্রবেশ না করে।' তাঁর এই অহংকারহীন মনোভাবে কেবলাজান খুশি হলেন। তখন আমাদের মনে হল, এই তো মনুষ্যত্ব। কত বড় জননেত্রী হয়েও অহংকারমুক্ত থাকার জন্য কেবলাজানের কাছে আর্শিবাদ চাইছেন! অথচ আমরা কয়জন আছি যারা, কেবলাজানের কাছে এমন বাসনা নিয়ে আসি? নিজেকেই এ প্রশ্ন করলাম!

জঙ্গলবাসী জীব-জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে, এ অঞ্চলের মানুষকে জীবন ধারণ করতে হয়। এবার কেবলাজানের কাফেলা এসে থামলো বানারহাট থানার দুরামাড়ি গ্রামে। এখানেই হয়েছে ধর্মসভার আয়োজন। এদিকটায় বেশ জন-বসতি আছে। কিন্তু অবাক হওয়ার মত ঘটনা! এখানকার মানুষ কেউই কেবলাজানকে আগে কখনো দেখেনি। শুধু ধুপগুড়ির মানুষের মুখে মুখে শুনেছে খাজাবাবা কুতুববাগীর আদর্শ ও গুণের কথা। আর শুধু কেবলাজানের ছবি মোবারক দেখেছে 'আত্মার আলো' পত্রিকার মাধ্যমে। এবার সেই অদেখা-অচেনা প্রিয় মানুষ-রতনকে চোখের সামনে পেয়ে আনন্দে যেন আত্মহারা তারা। অপলক চোখে চেয়ে অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে, নিদারুণ যন্ত্রণা দূর করে পুণ্য পাওয়ার আশায় ব্যাকুল ছিল। মাহফিলে ছিল না কোন জাতি, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ।

এভাবে গ্রাম-শহর-উপশহর মিলিয়ে কেবলাজান প্রতিদিন প্রায় চার-পাঁচটি মাহ-ফিল-ধর্মসভায় রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর সত্য তরিকতের চির শান্তির বাণী প্রচার করেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো প্রায় প্রতিটি ধর্মসভা কিংবা মাহফিলেই ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ অসংখ্য মানুষের ঢল ছিলো। এবং তারা এসে কেবলাজানকে দেখার পর অনেকেই হাউমাউ করে কান্নাকাটি করতে লাগলো। আর বলতে থাকলো, গুরুদেব তোমাকে পেয়ে আমরা ধন্য, তুমি আমাদের জন্য আর্শিবাদ কর। কেবলাজানও অপরিসীম ধৈর্য্য নিয়ে তাদের সকলের দুঃখ সুখের কথা শুনতে লাগলেন। একজন মানুষও সাক্ষাৎ না করে যায়নি। এভাবে একের পর এক সবাইকে দোয়া-আর্শিবাদ করে তরিকতের ধ্যান ও আমল করতে বললেন। তাদের আকুতি দেখে বার বার মনে হয়েছিল, গুরু-মুর্শিদের আশেক-পাগল এ সকল মানুষ, না জানি কত দীর্ঘ সময় ধরে তীর্থের কাকের মত পথ চেয়েছিলেন। এতদিন তারা সত্যপথের সন্ধান না পাওয়ায় হন্যে হয়ে তাঁকেই যেন খুঁজছিলেন। আজ তাদের সেই প্রাণের পরমপ্রিয়-স্বজন সত্যপথের দিশারী খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে পেয়ে তৃষ্ণা মিটেছে যেন।

১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার। ধুপগুড়ির ঘন লোকালয় রেখে কেবলাজান এবার যাত্রা করলেন এক দুর্গম জনপদের দিকে, যে দিকে ঘন অরণ্যের মধ্য দিয়ে নির্জন পথ। সেখানে জীব-জন্তুর অবাধে বিচরণ ভূমি। মাঝে-মধ্যে দূরে দু'একটি ঘর-বসতির রেখা দেখা যায়। এই জঙ্গলবাসী জীব-জন্তুর সঙ্গে লড়াই করে, এ অঞ্চলের মানুষকে জীবন ধারণ করতে হয়। এবার কেবলাজানের কাফেলা এসে থামলো বানারহাট থানার দুরামা-ড়ি গ্রামে।

এখানেই হয়েছে ধর্মসভার আয়োজন। এদিকটায় বেশ জন-বসতি আছে। কিন্তু অবাক হওয়ার মত ঘটনা! এখানকার মানুষ কেউই কেবলাজানকে আগে কখনো

দেখেনি। শুধু ধুপগুড়ির মানুষের মুখে মুখে শুনেছে খাজাবাবা কুতুববাগীর আদর্শ ও গুণের কথা। আর শুধু কেবলাজানের ছবি মোবারক দেখেছে 'আত্মার আলো' পত্রিকার মাধ্যমে। এবার সেই অদেখা-অচেনা প্রিয় মানুষ-রতনকে চোখের সামনে পেয়ে আনন্দে যেন আত্মহারা তারা। অপলক চোখে চেয়ে অশ্রুতে বুক ভাসিয়ে, নিদারুণ যন্ত্রণা দূর করে পুণ্য পাওয়ার আশায় ব্যাকুল ছিল। মাহফিলে ছিল না কোন জাতি, ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ। মানুষ এক আল্লাহর সৃষ্টি। শুধু তারা জানতো না ধর্মের সঠিক পথ কোনটি? এবং সূফীবাদ কী? কেবলাজানকে দেখে এবং তাঁর পবিত্র বাণীতে এ জিজ্ঞাসার উত্তর তারা খুব সহজেই পেয়ে গেল। আর উপস্থিত অনেক মানুষ কেবলাজানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলো। এরপর আকুতিভরে সবার একটাই চাওয়া ছিল, যেন এভাবে প্রতি বছর কেবলাজান তাদের মাঝে আসেন। এদের মধ্যে এত আদব, গুরুভক্তি এবং গুরুর প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ, তা তাদের কথা ও কাজেরই আশ্চর্য মিলের দৃষ্টান্ত। (পরের সংখ্যায় শেষ হবে)

সূফীবাদের দীক্ষা নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ধীরে এর থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়লাম। ওই সময় সূফীবাদ বিরোধী একটা গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে, সূফীবাদের নামে অপব্যাখ্যা আর খেয়াল খুশি মত গীবত করা যাদের স্বভাব, আমিও তা-ই করতে শুরু করলাম। এভাবে চলতে থাকার পর খেয়াল করলাম, পরিবেশটাই পাল্টে যাচ্ছে আমার জন্য। একসময় এমনও হয়েছে, সপ্তাহে তিনদিন, পাঁচদিন করে মসজিদে থাকতাম, বাসায় ফিরতাম কম। আমাদের এলাকার অনেকেই আছেন যারা সূফীবাদের চর্চা করেন। একদিন কয়েকজন সাথীভাই যুক্তি করলাম, সূফীবাদীরা নামাজের পর যখন জিকির করবে, তখন আমরা তাদের বিরক্ত করবো। দিনে দিনে এই ইচ্ছা ব্যাপক আকার ধারণ করলো, সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম, মাগরিব নামাজ শেষে খানকা শরীফে জিকির করতে বসলেই টিনের চালে ঢিল মারবো! যেদিন ঢিল ছুঁড়বো ভেবে ঠিক করেছি, কী কারণে যেন সেদিন সবাই আর এক হতে পার-লাম না।

যা-ই হোক, রাতে ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে দেখি একজন নূরানী চেহারার হুজুর আমাকে একখানা জায়নামাজ ও আকাশী রঙের একছড়া তসবিহ উপহার দিয়ে বললেন, 'নামাজ পড়ো, জিকির করো, কাউকে বিরক্ত করবার দরকার নাই। তুমি, তোমার কাজ কর, তোমার হিসাব তুমি দিবে আল্লাহর কাছে।' কথাগুলো বলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন তিনি। তারপরও আমার বোধকে জাগ্রত করতে পারিনি। তবে মাঝে-মধ্যেই কেমন একটা অনুশোচনা কাজ করতো। সেই স্বপ্নের কথা অনেক দিন নিজের ভিতরে চেপে রাখলাম। হঠাৎ এক সময় মনে হল, স্বপ্নের বিষয়টি শেয়ার করি এমন কারো সঙ্গে, যে বুঝবে এর মানে কী হতে পারে? পেয়ে গেলাম একজনকে যিনি আমার সম্পর্কে চাচা, তিনিও সূফীবাদের ভক্ত। বিস্তরিত শোনার পর চাচা বললেন, আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি কর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার জন্য। এরপর এলমে তাসাউফের বইপত্র পড়া শুরু করলাম, যত ঘাটি ততই এর প্রতি সহজেই বিশ্বস্ততার সঙ্গে আগ্রহ এবং উদ্দীপনা বেড়ে যেতে লাগলো। সূফীবাদের চর্চা করে এমন দুই একজনের সঙ্গ নিতে লাগলাম। তারা বলেছেন, 'আগে স্কুলে ভর্তি হও, তারপরে এর মূল্য পাবে।' তাদের কথা শুনে ভাবতাম আমি তো স্কুল, কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও শেষ করেছি! ওনারা কোন স্কুলের কথা বলছেন? চাচা বলতো, মুর্শিদের দীক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। আর বলতো, স্কুল তো অনেক আছে, ভালো স্কুলের জন্য আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করো, ভাগ্যে থাকলে পাবে। চাচার কথামত চেষ্টা করতে লাগলাম, একদিন পুরনো এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা।

কথা প্রসঙ্গে বললো, সে ফার্মগেট কুতুববাগ দরবার শরীফে যাতায়াত করে, ওখানে গেলে ওর অন্তরটা শীতল হয়ে যায়! আর বললো, 'ভালো লাগে, অনেক শান্তি অনুভব করি।' বন্ধুর কথা শোনার পর আমারও আগ্রহ সৃষ্টি হলো কুতুববাগ দরবার শরীফে যাওয়ার জন্য। এদিকে এলাকার সাথী ভাইদের মধ্যে সূফীবাদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে, তারা প্রবল বিরোধিতা ও সমালোচনা করতো, যা আমার পছন্দ না। তাদের বলতাম, আপনারা আগে সূফীবাদ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন, তারপর যদি মনে হয় সূফীবাদের দর্শন ভুল, তখন বলতে পারেন। কিন্তু কোন বিষয় সম্বন্ধে না জেনে এভাবে বলা ঠিক না। তারা বলে, পীরের কাছে যেতে হবে কেন?

এমনই এক সময় সেই বন্ধু আব্দুস সালামের সঙ্গে আবারও দেখা, ও বললো, আজকে হযরত শাহ আলী (রঃ) এর মাজার শরীফে কুতুববাগের মাহফিল আছে, খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান যেখানে নসিহত বাণী পেশ করবেন। মাহফিলে গেলাম দেখি অসংখ্য মানুষের সমাগম, দূর থেকেই শুনতে পেলাম কেবলাজানের সুমধুর সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের বাণী। 'আলা-ইন্না আউলিয়া

সেই নূরানী চেহারা মোবারক দেখলাম আর সত্যিই এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করলাম। কিন্তু বারবার একটি কথাই মনে উঁকি দিচ্ছিল, মানুষ এত সুন্দর কী করে হয়! যাঁর কথা-বার্তা, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলন, পোশাক সবই আমাদের সবার থেকে অনেক অনেক আলাদা

আল্লাহি লা-খাওফুন, আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন!' অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিগণের কোন ভয় নাই এবং তারা কোন কারণে চিন্তাযুক্তও হবেন না।' ধীরে ধীরে মাহ-ফিল প্যাণ্ডেলের কাছাকাছি হাজির হলাম। দেখলাম এক কান্তিময় সুপুরুষ, তাঁর চেহারা মোবারকে নূরানী আলোর ফোয়ারা। নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, কী করে মানুষ এত সুন্দর হয়! তাঁর মধুময় কণ্ঠে কোরআন, হাদিসের বিভিন্ন দলিল উত্থাপন করে ইসলাম ধর্মে সূফীবাদের মধ্যেই প্রকৃত মুক্তির সন্ধান সেই তথ্য পেশ করছেন। বিশ্বখ্যাত সূফী-কবি হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)এর মসনবী শরীফ থেকেও সূফীবাদের করণীয় দিক ও তরিকতের পথে পীর-মুর্শিদের গুরুত্বের কথা তুলে ধরছেন। এরপর আখেরী মোনাজাতে মহান আল্লাহর দরবারে বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও শান্তি চাইলেন। নদী-নালায় মাছ, গাছে ফল, ক্ষেতে ফসল বাড়ানোর জন্য আল্লাহর দয়া চাইলেন। তখন আমার শুধুই কেন যেন মনে হতে লাগলো, আল্লাহতায়ালা দোয়া কবুল করছেন! কুতুববাগী কেবলাজানের এ দোয়ার মধ্যে যেন, অন্যরকম একটা বিশেষ মর্যাদা এবং দয়াশীলতা অনুভব করলাম।

মোনাজাত শেষে শুধু বললেন, যারা বাইয়াত নিতে চান তারা সামনে আসেন। দেখলাম মানুষের ঢল। আমি কী করবো বুঝতে পারছিলাম না, তরিকা নিবো কি নিবো না, এই দ্বন্দ্বে পিছনে সরে গেলাম। সেদিন আর তরিকা নেওয়া হল না। কয়েক দিন পর বন্ধু সালামের সঙ্গে দেখা, দরবারে আসতে দাওয়াত দিলো। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার, দরবার শরীফের সাপ্তাহিক (গুরু-রাত্রি) মাহফিল। দরবারের তিনতলায় গিয়ে বসলাম। অনেক মানুষ। সবার মধ্যেই আদব আর নিরবতা খেয়াল করলাম। রাত দশটার কিছু পর খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান মঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন। সেই নূরানী চেহারা মোবারক দেখলাম আর সত্যিই এক অবর্ণনীয় আনন্দ অনুভব করলাম। কিন্তু বারবার একটি কথাই মনে উঁকি দিচ্ছিল, মানুষ এত সুন্দর কী করে হয়! যাঁর কথা-বার্তা, অঙ্গ-ভঙ্গি, চাল-চলন, পোশাক সবই আমাদের সবার থেকে অনেক অনেক আলাদা।

আজ আর দেরি না করে সূফীবাদের দীক্ষা নিতে তরিকার স্কুলে ভর্তি হলাম এবং কেবলাজানের দেওয়া অজিফা আমল শুরু করলাম। এভাবে দরবারে আসা-যাওয়া করতে থাকলাম। কিছুদিন পর আমার মেজ বোনের শ্বশুর হজ পালন করে আসার সময়, একটা জায়নামাজ আনেন এবং আমাকে উপহার দেন। জায়নামাজখানা হাতে নিয়ে দেখি, এ তো সেই সবুজ রঙের জায়নামাজ! যা স্বপ্নে দেখেছিলাম, কিন্তু সে কথা কাউকে আর বললাম না।

তরিকতের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে গেল। এরপর একদিন সাপ্তাহিক মাহফিলে দরবারে গেলাম, প্রধান গেট থেকে প্রবেশ করলেই বাম পাশে দরবার শরীফের নিজস্ব লাইব্রেরি, সেখানে সুন্দর সুন্দর টুপি ও তসবিহ পাওয়া যায়। লাইব্রেরিতে ঢুকলাম, দেখি এমন একছড়া তসবিহ আলাদা করে এক পাশে রাখা, যা কি না স্বপ্নে দেখা সেই তসবিহ ছড়ার হুবহু!

আমি অবাক হলাম, এও কি সম্ভব! বুঝতে পারলাম সত্যিই আল্লাহতায়ালা মানুষের হেদায়েতের পথ খোলা রেখেছেন, আর সে পথের সন্ধান শুধুমাত্র তরিকতের মধ্যেই পাওয়া যায়। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি যদি সূফীবাদের দীক্ষা নিয়ে জীবন গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া যায়, তবে ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ আসবেই। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে, এ বিশ্বাস বুকে ধারণ করেছি এবং বিশ্বাসের এই দৃঢ়তা কুতুববাগ দরবার শরীফে এসে পেয়েছি। মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা, সবাইকে যেন সময় থাকতে কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে আসার তাওফিক দান করেন। আমিন।

রাসুল (সঃ) এর অমূল্য বাণীর

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

উপর পড়তে হবে, নইলে তারা জাহান্নামী হবে।' (সহীহ্ বোখারী- ৫৩৭১)

বিজ্ঞান বলে, পুরুষের টাকনুর গিরার ভিতরে প্রচুর পরিমাণে হরমন থাকে এবং আলো বাতাসের প্রয়োজন হয়। তাই কেউ যদি খোলা না রেখে ঢেকে রাখে, তাহলে তার মর্দ্দামিশক্তি কমে যায় এবং বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'ভ্রু-প্লাগকারীর (ভ্রুর লোম উঠানো) ওপর আল্লাহর লানত।' (সহীহ বোখারী-৫৫১৫)

বিজ্ঞান বলে, ভ্রু' হলো চোখের সুরক্ষার জন্য। ভ্রু'তে এমন কিছু লোম থাকে, যদি তা কাটা পড়ে, তাহলে ভ্রু-প্লাগকারী পাগল হতে পারে কিংবা মৃত্যুবরণও করতে পারে।

'নেশাগ্রস্ত হওয়া শয়তানের কাজ' (সুরা : মাইদা, আয়াত-৯০) এবং রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা হারাম'। (সহীহ বোখারী- ৬১২৪)

বিজ্ঞান বলে, ধূমপানের কারণে ফুসফুসের ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস ও হৃদরোগের আশঙ্কা থাকে। ধূম পানে ঠোঁট কালো হয়, দাঁতের মাড়ি ও আঙুল কালো হয়। মর্দ্দামীশক্তি ও ক্ষুধা কমে যায় এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম'। (মুসলিম শরীফ-১৬৫৫) বিজ্ঞান বলে, স্বর্ণ এমন একটি পদার্থ যার রাসায়ণিক বিকিরণ শরীরের চামড়ার সঙ্গে মিশে রক্তের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে এবং তার পরিমাণ যদি ২.৩ মাত্রা হয় তাহলে মানুষ তার স্মৃতিশক্তি নাকি হারিয়ে ফেলতে পারে।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'ঘুমানোর সময় আলো নিভিয়ে এবং ডান কাত হয়ে ঘুমানো উত্তম'। (সহীহ বোখারী-৩২৮০)

বিজ্ঞান বলে, ডান কাঁত হয়ে ঘুমালে হৃদপিণ্ড তার প্রয়োজন মতো ভালোভাবে পাম্প করতে পারে। আর ঘুমানোর সময় আলো না নিভিয়ে ঘুমালে মস্তিষ্কের এনাটমি রস শরীরে প্রবেশ করতে পারে না বিধায়, শরীরে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে।

রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'পুরুষের মুখের গোফ ছেটে ফেল এবং দাড়ি রাখো'। (সহীহ মুসলিম-৪৯৩-৯৪)

বিজ্ঞান বলে, দাড়ি না রাখলে শেভের কারণে চামড়ায় ক্যান্সার, ফুসফুসের ইনফেকশন এবং ৪০ বছরের আগেই যৌবন হারানোর মতো মারাত্মক আশঙ্কা থাকে।

কোরআন থেকে রাসুল (সঃ) বলেছেন– 'আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ'। (সুরা : বনি ইসরাঈল, আয়াত-৩২)

বিজ্ঞান বলে, খারাপ ভিডিওচিত্র এবং অশ্লীল সম্পর্কসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্যের নেশায় যদি কেউ জড়িয়ে পড়ে, তবে তার মস্তিষ্কের সামনের আলো ফ্রন্টাল এরিয়া পরিচালনা করার ইন্টেলেকচুয়াল (বুদ্ধিবৃত্তির) সেলগুলো থরথর করে কাঁপতে থাকে এবং অস্থির হয়ে যায়। এ কারণে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি মাতাল ও অসুস্থের মতো জীবন-যাপন করে এবং এভাবেই সে নিজেকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়। সুতারাং স্বাভাবিক সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য এ অভ্যাসগুলো পরিত্যাগ করা প্রয়োজন।

আল্লাহতায়ালা বলেন– 'আর যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা তাতে কান লাগিয়ে রাখো এবং নিশ্চুপ থাকো যাতে তোমাদের ওপর রহমত নাজিল হয়।' (সুরা : আ'রাফ, আয়াত- ২০৪)

বিজ্ঞান বলে, কোরআন পাঠের সুরেলা শব্দ-তরঙ্গ শরীরের কোষগুলোকে সক্রিয় করে এবং অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করে। বিশেষ করে হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের মতো কঠিন রোগীদের জন্য আযানের সুর মস্তিষ্ক এমনভাবে চার্জ করে, ঠিক যেমনভাবে ফিউজ ব্যাটারীকে পুনরায় সচল করা হয়।

রাসুল (সঃ)এর পর ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যায় সূফীবাদ, যাঁরা কাল থেকে কালান্তরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা-ই প্রকৃত অনুসারি যাঁরা আহলে বাইয়াতের পবিত্র পতাকাবাহী, সময়ের কামেল-মোকাম্মেল বুজুর্গগণ। এ অধ্যায়ের মধ্যে আছে জীব ও জগতের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। একজন মানুষ একা ভালো থাকতে পারেন না, শুধু কথা বলার জন্য হলেও কাউকে দরকার হয়। পৃথিবীতে এমন মানুষ আছেন যার সব আছে, কিন্তু আবার কিছুই নেই, সবার মধ্যে থেকে সে একা! সূফীবাদী সাধকরা ধ্যান বা মোরাকাবা করেন নিয়মিত।

যার ফলে গভীর নিমগ্নতায় মানবমস্তিষ্কে এক ধরনের প্রশান্তি এবং চিন্তার গভীরতর স্তরে পৌঁছতে পারে। কল্পনার এবং সৃজনের জগৎ হয় প্রসারিত। অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা মেডিকেল বা ধ্যানেরও সুফলের কথা গুরুত্বের সঙ্গে মেনে নিয়েছেন। কোরআন-হাদিসের মহৎ বাণীসমূহ বিজ্ঞানের যৌক্তিকতায়ও যে উত্তীর্ণ, তা জ্ঞানীমাত্র স্বীকার করবেন।

পীরের কথা মুরিদের জন্য স্বর্গের সুধা

❑ আলহাজ মোঃ জয়নাল আবেদীন ❑

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। আমি আল-জয়নাল গ্রুপের সত্বাধিকারী আলহাজ মোঃ জয়নাল আবেদীন। আমার হৃদয়ের সবটুকু আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে বলছি, খাজাবাবা কুতুববাগী পীর-কেবলাজান মানবপ্রেমের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তাঁর সুন্দর ব্যবহার, মধুর বুলি মানুষকে আপ্লুত করে। খাজাবাবা গত মাসে কয়েকজন সফর-সঙ্গীসহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সফরে গিয়েছিলেন তরিকা প্রচারের কাজে। ওখানে বাবাজানের অসংখ্য ভক্ত-মুরিদান রয়েছেন, তাদের আমন্ত্রণে বিভিন্ন স্থানে ওয়াজ-নসিহত দান করেছেন। বাবাজান সফর শেষ করে দরবারে এলে পর, আমি তাঁর সাক্ষাতে আসি। আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর পবিত্র জবানে বললেন, ‘হাজী-বাবা, ভারত সফরে গিয়ে দেখলাম, গুরুর প্রতি ওদের অনেক মায়া, অনেক ভক্তি আর অনেক টান অনুভব করলাম। প্রতিটা মাহফিলে মানুষের ঢল নেমেছিল। আল্লাহতায়ালার অশেষ মেহেরবানিতে সবগুলো মাহফিল এতটাই শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে যে, জ্বীন ও ইনসানের দ্বারা ছিল ফয়েজে ভরপুর। এদের মধ্যে অনেকের যজবা হয়েছিল। সে দৃশ্য এমন ছিল, যেন চাতক পাখি বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করে এমন অবস্থা! কেউ কেউ বলেছেন– ‘গুরু এত দেরী করে আসলেন। আপনাকে আমরা এদেশে রেখে দিব! আপনি আমাদের এখানেই থাকবেন।’ এরা এত মহব্বতে আমাকে আপন করে নিল, মনে হতে লাগলো কত দীর্ঘকাল থেকে তারা আমার পরিচিত! বাবাজান যখন এ কথাগুলো বলছিলেন তখন তাঁকে আনন্দিত মনে হচ্ছিল। যে খুশি মুখ দেখতে পাওয়া যে কোন ভক্ত-মুরিদের জন্য অশেষ রহমত ও নিয়ামত। বাবাজান এরপর বললেন, বাবা হাজী সাহেব, বৃহস্পতিবার তাড়াতাড়ি চলে আসবেন। বাবাজানের এ দাওয়াতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারলাম, মুরিদদের উপস্থিতিতে পীরের ফয়েজ আসে। আবার পীরের সামনে হাজির হলে আশেক-মুরিদেরা ফয়েজ পায়। কিন্তু ফাসেক বা মিথ্যাবাদি হলে সে কখনোই ফয়েজ পাবে না। এ প্রসঙ্গে বলি, এ তরিকার এক মহাসাধক হযরত হাসান বসরী (রঃ)এর জীবনে একটি ঘটনা ছিল এমন, একদিন কোন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বললো, ‘হযরত হাসান বসরী (রঃ) কেমন করে আমাদের সকলের উর্ধ্বের স্থান দখল করলেন? দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তরে বললো, সকলেই তাঁর জ্ঞানের মুখাপেক্ষি, এ কারণেই তিনি সকলের শীর্ষস্থানীয় হয়েছেন।’ কথিত আছে তিনি সপ্তাহে একদিন, শুধু শুক্রবার জুমার নামাজের সময় মসজিদে ওয়াজ-নসিহত করতেন। ওইদিন মজলিশে হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)কে উপস্থিত না দেখলে ওয়াজ থেকে বিরত থাকতেন।

লোকজন তাঁকে জিজ্ঞেস করতো, এত মর্যাদাবান বুযুর্গানে দ্বীন মজলিশে উপস্থিত, অথচ এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক আসেন নাই, এতে আপনার ওয়াজ থেকে বিরত থাকার কারণ কী? হযরত হাসান বসরী (রঃ) বললেন, ‘কারণ এই, যে শরবত আমি হাতির জন্য প্রস্তুত করেছি, তা পীঁপিলিকার মুখে কেমন করে ঢেলে দিবো? তখন উপস্থিত সকলেই চুপ হয়ে গেল আর কোন প্রশ্ন করলো না। কিন্তু এ উত্তর থেকে আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যা বুঝলাম, হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ) ছিলেন সবার থেকে আলাদা, তাঁর বুদ্ধি-জ্ঞান ছিলো প্রখর আর গভীর। আর তাই সে পাত্রে জ্ঞানের মতো অমূল্য বস্তু রাখলে তা নিশ্চয়ই হেফাজত থাকবে। ঐ মজলিশে হয়তো জ্ঞানী লোকের কমতি ছিল না, তবু হযরত হাসান

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

রাসুল (সঃ) এর অমূল্য বাণীর পক্ষে বিজ্ঞানের স্বীকারোক্তি

সেহাঙ্গল বিপ্লব

দু’জাহানের বাদশা আখেরী নবী-রাসুল (সঃ) এর ওপর মহাপবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার আগে, এ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের কোন আবিষ্কার ছিল? ছিল না। আজ পৃথিবীতে বিজ্ঞানের যত আকাশচুম্বি আবিষ্কার তা শুধু মানুষেরই বস্তুগত বিদ্যার বহিঃপ্রকাশ। পবিত্র কোরআন থেকে বিভিন্ন আয়াতের সূত্র পাঠের মধ্য দিয়েই বিজ্ঞনের আবিষ্কার শুরু। বিজ্ঞানীরা ইদানিং প্রায় পনের’শ বছর আগে মহানবী রাসুল (সঃ) এর পবিত্র বাণীর সত্যতা স্বীকার করছেন এবং তারা গবেষণায় প্রমাণ পেয়েছেন যে, হাদিস শরীফের কথাই সঠিক। আমাদের পরমপ্রিয় মুর্শিদ কেবলাজান প্রতিটি মুহূর্তেই আশেকান-জাকেরান ভক্ত-মুরিদানদের উদ্দেশে বলে থাকেন, কোরআন ও হাদিসের আলোকে পথ চলতে। দয়াল নবীর সুন্নতের প্রতি জোর দিতে বলেন। শরিয়তের বিধি-নিষেধগুলো আলোচনা করেন। পরিবারের প্রতি যত্নবান হতে বলেন। নিজ নিজ অন্তরে আল্লাহ ও রাসুলের (সঃ) এর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করতে বলেন। নারী-পুরুষের পর্দার কথা বলেন। অর্থাৎ যা কিছু মানুষের মঙ্গলের জন্য, সে বিষয়গুলো পালনে ভক্ত-মুরিদের প্রতি জোর নসিহত দেন। আজকের যে আধুনিক বিজ্ঞান, এ বিষয়ে মহানবী (সঃ) সেই পনের’শ বছর আগেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। আজকের বিজ্ঞানী বছরের পর বছর গবেষণা করে যা বের করেন, দয়াল নবী মুহূর্তের মধ্যে সে ফলাফল বের করে দিতে পারতেন। আর নায়েবে নবীগণও রাসুল (সঃ)এর বাতেনী এলম বা জ্ঞানের দ্বারাই পরিপূর্ণ। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) বলেছেন– ‘পুরুষের প্যান্ট বা অন্য কোন পোশাক পায়ের টাকনুর

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহ্মানু ইয়া রাহীম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

নেসবতে শাহ্ মাতুয়াইলী

সূফীবাদই শান্তির পথ –খাজাবাবা কুতুববাগী

কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা

আগামী ২৬ ও ২৭ জানুয়ারি ২০১৭ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার। ১৩ ও ১৪ মাঘ ১৪২৩ ২৭ ও ২৮ রবিউসসানি ১৪৩৮।

স্থান : আনোয়ারা উদ্যান, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

তামাম জাহানের জামে আউলিয়া, জামে আম্বিয়াদের রুহানী উপস্থিতিতে দেশ-বিদেশের লাখ-লাখ আশেক-আশেকিন-জাকের-জাকেরিন, ভক্ত-মুরিদানসহ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ আল্লাহপ্রেমীদের মহাপবিত্র এ মিলনমেলায় বিশ্ববাসীর শান্তি ও সার্বিক কল্যাণ কামনায় শুক্রবার বাদজুমা আখেরী মোনাজাত করবেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান।

শুক্রবার বেলা ১২টা ১৫ মিনিট থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে মহামূল্যবান নসিহত-বাণী পেশ করবেন খাজাবাবা শাহসূফী আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী পীর কেবলাজান।

দু’দিনব্যাপী এ মহতী ওরছ-মাহফিলে কোরআন-হাদিস ও ইজমা-কিয়াসের আলোকে অতি মূল্যবান তাফসির বয়ান করবেন দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত আলেম ও ওলামায়ে কেরামগণ।

আত্মশুদ্ধি ও আত্মার মুক্তির এ অনুষ্ঠানে শামিল হয়ে দোজাহানের অশেষ ফয়েজ, বরকত, রহমত ও নিয়ামত হাসিল করুন।

দ্রষ্টব্য : ওরছ শরীফে মা-বোনদের পর্দার সঙ্গে ওয়াজ শোনা ও নারী-পুরুষ সকলের জন্য বিনামূল্যে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে।

প্রচারে : মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজতেমা আয়োজক কমিটি

মহান আল্লাহতায়ালার মনোনীত ইসলাম ও দয়াল নবীর সত্য তরিকতে সূফীবাদের দাওয়াত নিয়ে

খাজাবাবা কুতুববাগীর ভারত সফর

(রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকার পবিত্র বাণী প্রচারের লক্ষ্যে সম্প্রতি জামানার মোজাদ্দেদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান ভারতের কয়েকটি জেলা সফর করেন। সফরে সঙ্গী হিসেবে ছিলেন কুতুববাগ দরবার শরীফের খাদেম ও কেবলাজানের বাণী প্রচারকগণ। সফর থেকে ফিরে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আত্মার আলোর এ সংখ্যায় লিখেছেন– মোঃ শাখাওয়াত হোসেন

বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও চির শান্তির বাণী দিয়ে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সমস্ত মাখলুকাতের রহমত রূপে আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহম্মদ মোস্তফা (সঃ)কে এই ধরাধামে পাঠিয়েছিলেন। এরপর পবিত্র কোরআন ও শুদ্ধ হাদিসের বর্ণনা অনুয়ায়ি কামেল-মোকাম্মেল অলি-আল্লাহদের মাধ্যমে কেয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধু রাসুলের সত্যবাণী কায়েম রাখবেন। তাঁরাই আল্লাহকে রাজি-খুশি করার সঠিক আমল ও নিয়ম-পদ্ধতি মানুষকে শেখাবেন। আল্লাহ প্রতি শতাব্দীতে একজন মোজাদ্দেদ (সংস্কারক) প্রেরণ করেন। বর্তমান শতাব্দীতে মোজাদ্দিদের দায়িত্ব দিয়ে, আল্লাহভোলা মানুষদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য, প্রেরণ করেছেন মাদারজাত অলি আমাদের পীর ও মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে। যাঁর কাছে নেই কোন দেশ-জাতির ভেদাভেদ। যিনি আল্লাহ-রাসুলের সত্যবাণী প্রচার করছেন, সকল জাতির কাছে দেশ থেকে দেশান্তরে...! তাই তাঁকে ছুটে যেতে হয় দেশ-বিদেশের

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

সূফীবাদের দীক্ষা নিয়ে পেলাম পথের দিশা

মামুন মইনুল

দেশ-বিদেশে অগনিত আশেকান-জাকেরান ও ভক্ত-মুরিদান ভাই-বোনদের ইহকাল ও পরকালের বান্ধব আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, মোজাদ্দেদে জামান শাহসূফী আলহাজ হযরত মাওলানা সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের ফয়েজ তাওয়াজ্জু সবার অন্তর আত্মায় বর্ষিত হোক।

আমার জন্ম এমন একটি পরিবারে যেখানে সূফীবাদ চর্চা হয়। ছোটবেলা থেকে গর্ভধারণী মাকে দেখেছি সূফীবাদের চর্চায় ধ্যানে মগ্ন থাকতে। সে সময় বুঝতাম না। কিশোর বয়স পর্যন্ত সূফীবাদের প্রতি আগ্রহ ছিল। এরপর যখন যৌবনে বোঝার মত বয়স হলো, কেমন করে যেন ধীরে

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

প্রিয় পাঠক, আশেকান, জাকেরান ভাই-বোনসহ সূফীবাদের প্রতি ভক্ত অনুরাগীদের কাছে সূফীবাদ বিষয়ে যে কোন লেখা আহ্বান করা হল। আপনারা যদি এই পত্রিকায় ইলমে তাসাউফ তথা তরিকত সম্পর্কে সুচিন্তিত মতামত, আবেগ-অনুভূতির কথা লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান, তাহলে পাঠিয়ে দিন।

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৩৪৮২২৯৪, ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮
e-mail: masikatmaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন

মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU, NICU & PICU

লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।

বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masiaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.